১ যীশুর বিষয় অনুসন্ধান

এই পাঠে যে বিষয়গুলি পড়বেন :

বাইবেল থেকে শিক্ষা গ্রহণ

বাইবেলের নির্ভুলতা

বাইবেলের মূল বিষয় বস্তু বা প্রসঙ্গ

যীশুর সম্বন্ধে নূতন নিয়মের বিবরণ

অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ

অন্য লোকের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই । যীশু কে ? এ বিষয়ে আপনার মতামত কি ? অনেকে বলে, "তিনি একজন মহান শিক্ষক ছিলেন ।" আবার কেউ বলে তিনি ভাববাদী, দার্শনিক, পাশ্চাত্য দেশের দেবতা, অথবা এমন একজন সৎলোক যাঁর দৃষ্টান্ত আমাদের অনুসরণ করা উচিৎ ।

যীশু একজন মহান শিক্ষক ও ভাববাদী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি তার চেয়েও বেশী ছিলেন । তিনি একজন দার্শনিক বা আমাদের জন্য একটি দৃষ্টান্তের চেয়েও বেশী ছিলেন । যীশু পাশ্চাত্য দেশের লোক ছিলেন না, তাই আমরা তাঁকে পাশ্চাত্য দেশের দেবতা বলতে পারি না । প্রায় ২,০০০ বছর আগে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে বাস করেছেন, তা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ দাবী করছে যে তারা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানে । তারা তাঁর জন্য মরতেও প্রস্তুত । এই যীশু কে ?

বাইবেল থেকে শিক্ষা গ্রহণ

বাইবেলের নির্ভুলতা ঃ

যীশু কে, তা জানতে হলে তাঁর জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে নির্ভুল বিবরণ যে বইটিতে আছে, সেই বাইবেলের সাহায্য নিতে হবে। বাইবেলে ৩৫ থেকে ৪০ জন লেখকের মোট ৬৬টি বই আছে।

বাইবেলের লেখকেরা ভিন্ন ভিন্ন পেশার লোক ছিলেন। তাদের মধ্যে পণ্ডিত, ডাক্তার, রাজা, ভাববাদী, যাজক, ব্যবসায়ী, কৃষক, মেষ পালক, সরকারী কর্মচারী, এবং জেলে প্রভৃতি লোক ছিলেন। প্রায় ১,৬০০ বৎসর কালের মধ্যে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই জগতে বাস করেছিলেন। তাঁদের সবাই ছিলেন সৎলোক। তাঁদের কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ–

১) তাঁরা সবাই জগতের সৃষ্টিকর্তা, যিহোবা নামে পরিচিত এক ঈশ্বরের উপাসনা করতেন।

২) তাঁদের সকলের কাছেই ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, এবং তাঁরা মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের বাণী লাভ করেছিলেন।

৩) ঈশ্বর তাঁদের যা লিখতে বলেছিলেন, তাঁরা তাই লিখেছিলেন।

এই লোকেরা যখন অতীত ইতিহাস, ভবিষ্যৎ ঘটনার বিবরণ, এবং মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের বাণী সব যুগের ও সব পরিস্থিতির উপযোগী করে লিখেছিলেন, তখন ঈশ্বর এমন ভাবে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন যেন তাঁদের বিবরণে কোন ভুল না হয়। অনেক বছর আগে ঈশ্বরের প্রেরণায় লিখিত এই বইগুলিকে একত্রিত করে একটি বই, অর্থাৎ পবিত্র বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২ পিতর ১ ঃ ২১ কারণ ভবিষ্যদ্বক্তাদের কথা মনগড়া নয়, পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়েই তারা ঈশ্বরের দেওয়া কথা বলেছেন।

বাইবেলের প্রত্যেকটি কথা নির্ভুল। ইতিহাসের দিক থেকে তা নির্ভুল। বিজ্ঞানের বিচারেও তা নির্ভুল। বিভিন্ন জাতি ও ব্যক্তিদের সম্পর্কে এর

ভাববাণীগুলি হুবহু পূর্ণ হয়েছে, এবং এর ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, এসব সত্যই ঈশ্বরের বাক্য। সুতরাং বাইবেল যীশুর সম্বন্ধে যা বলে তা আমরা বিশ্বাস করতে পারি।

বাইবেলের বিষয় ঃ

চল্লিশ জন লোকের দ্বারা ১,৬০০ বছর ধরে লেখা ৬৬টি বইকে একটি বইয়ের মধ্যে আনা হল কেন ? এর কারণ সব বইয়ের একই বিষয়বস্তু। বইগুলি একত্রে একই ছবির ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলি দেখিয়ে দেয়। ইতিহাস, আইন, গান, ভাববাণী, জীবনী এবং ব্যবহারিক জীবনের শিক্ষা ইত্যাদির ব্যাপারে বাইবেলের সব বইয়ের মূল ভাব এক। এই মূল বিষয়টি হল প্রেমময় ঈশ্বরের দ্বারা পাপী মানুষের পরিত্রাণ।

পুরাতন ও নূতন নিয়ম, বাইবেলের এই উভয় অংশই দেখায় যে, মানুষের জন্য একজন ত্রাণকর্তা প্রয়োজন। আর ঈশ্বর যীশুর মধ্যে এই ত্রাণকর্তার বন্দোবস্ত করেছেন। পুরাতন নিয়ম যীশুর জন্মের অনেক আগে লেখা হয়েছিল, এবং তাতে তাঁর সম্বন্ধে অনেক ভাববাণী আছে।

ত্রাণকর্তা কিভাবে এ জগতে এলেন আর আমরা কিভাবে তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারি, নূতন নিয়ম থেকে আমরা তা জানতে পারি। সমগ্র বাইবেলের মূল বিষয় মানুষের পরিত্রাণ, আর মানব জাতির ত্রাণকর্তা যীশুই হচ্ছেন এই বিষয়ের কেন্দ্র।

নূতন নিয়মে যীশুর বিবরণ ঃ

নূতন নিয়মে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণগুলি পাইঃ

১) যীশুর জীবন ও শিক্ষা।
২) যীশুর প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলী।
৩) যীশুর শিষ্য হওয়া সম্বন্ধে শিক্ষা।
৪) যীশুর পুনরাগমনের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাবলী।

নূতন নিয়মের বিবরণ নির্ভুল। আমরা এর উপর নির্ভর করতে পারি। ঈশ্বরই এর লেখকদের মনোনীত করেছিলেন এবং তাদের প্রতিটি কাজে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। নূতন নিয়মের বিবরণ যে সত্য ; তিনটি বিষয় থেকে আমরা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি ঃ (১) ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা, (২) লেখকের নিজের চোখে দেখা ঘটনাবলীর সাক্ষ্য, (৩) ঘটনাগুলির সুষ্ঠ অনুসন্ধান।

মথি, মার্ক, লুক ও যোহন যে চারটি সুসমাচার লিখেছেন, সেগুলি তাদের নিজ নিজ নাম অনুযায়ী পরিচিত। এগুলিই নূতন নিয়মের প্রথম চারটি বই। আমরা এদের সু-সমাচার বলি, কারণ সুসমাচার মানে সু-খবর। যীশু কিভাবে আমাদের অনন্ত জীবন দেবার জন্য এই জগতে এলেন, এই সুসংবাদই এর মূল কথা।

আমরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লোকদের দেখি । আপনার জানা কোন একজন লোকের কথা ধরুন । একজনের কাছে সে প্রতিবেশী, অন্য একজনের কাছে বন্ধু, অন্য কারো কাছে সে একজন স্বামী । আবার অন্যান্যদের কাছে সে হয়তো বাবা, কর্মচারী, ইত্যাদি । সকলেই একই ব্যক্তির সম্বন্ধে লিখতে পারত, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিকোণ ও ঝোঁক হত আলাদা ।

ঈশ্বর মথি, মার্ক, লুক, এবং যোহনকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যীশু বিষয়ক সু-খবর লিখবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন । মথি যীশুকে একজন রাজা হিসাবে তুলে ধরেছেন, যিনি দায়ূদ রাজার বংশধর, এবং যিনি ধার্মিকতায় এই জগৎ শাসন করবেন ।

মার্ক যীশুকে ঈশ্বরের দাস হিসাবে দেখিয়েছেন, যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধন করবার জন্যই এসেছিলেন । পুরাতন নিয়মে দুঃখভোগকারী দাসের সম্বন্ধে যে ভাববাণী আছে তিনি সেই, যিনি আমাদের পাপের জন্য প্রাণ দিতে এসেছিলেন ।

গ্রীক ডাক্তার লুক যীশুকে মনুষ্যপুত্র হিসাবে তুলে ধরেছেন, যিনি মানব জাতির নিখুঁত প্রতিনিধি এবং সমগ্র মানব জাতির পাপের প্রতিকার করবার জন্য যিনি এসেছিলেন ।

যোহন তাঁর সু-খবর লিখেছিলেন যেন আমরা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র, এই জগতের ত্রাণকর্তা রূপে দেখতে পারি । তাঁর বইয়ে আমরা তাঁর জানা একজন মানুষের জীবন কাহিনী পাই । তিনি যীশুর সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন । যীশু কে তা প্রমাণ করবার জন্যই যোহন তাঁর বই লিখেছেন । তাঁর লক্ষ্য হল, যারাই তাঁর লেখা বইটি পড়বে তারা যেন বিশ্বাস করে যে, যীশু একজন মানুষের চেয়ে বড়–তিনি মানুষের চেহারায় ঈশ্বর । তিনি ঘোষণা করেছেন, যারাই যীশুর উপর বিশ্বাস করবে তারা সবাই অনন্ত জীবন লাভ করবে ! এটি এক মহান ঘোষণা, আর এটা এতই বেশী ভাল যে, মনে হয়

যেন তা রূপকথা। কিন্তু যীশুর অন্যান্য শিষ্যরা তাঁর সম্পর্কে যা লিখেছেন তা পড়লে আমরা দেখি যে তাঁরা সবাই একমত। তাঁরা যীশুর সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সত্য।

মথি এবং যোহন ছিলেন যীশুর বারো জন শিষ্যের মধ্যে দু'জন। যীশু যখন এই জগতে তাঁর কথা প্রচার করেছেন তখন এরা তাঁর সাথে তিন বছর কাটিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁকে যে সব অলৌকিক্ কাজ করতে দেখেছেন তা বর্ণনা করেছেন, তাঁর কিছু কিছু শিক্ষা লিপিবদ্ধ করেছেন, এবং তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কে যা স্বচক্ষে দেখেছেন, তাই বর্ণনা করেছেন। যোহন যীশুর ঈশ্বরত্বের প্রমাণগুলি দিয়েছেন এবং জোর দিয়ে তাঁর উপর বিশ্বাস করবার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন। যীশুর শিষ্য হওয়ার আগে মথি সরকারী নথি-পত্র নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা যে রাজার সম্বন্ধে ভাববাণী বলেছিলেন, 'যীশুই যে সেই রাজা' মথি ধারাবাহিকভাবে তার প্রমাণগুলি তুলে ধরেছেন। তিনি ভাববাণীগুলি উল্লেখ করে তাদের পূর্ণতা দেখিয়েছেন, যীশুর রাজকীয় বংশসূত্র দেখিয়েছেন, এবং তাঁর রাজ্যের নীতিগুলি বর্ণনা করেছেন।

যীশু যখন জেরূজালেমে প্রচার করেন, তখন মার্ক ছিলেন সেখানকার এক যুবক। ভীড়ের মধ্যে যে লোকেরা যীশুর প্রচার শুনছিলেন, তাঁর আশ্চর্য কাজগুলি এবং তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু দেখেছিলেন, মার্ক সম্ভবতঃ তাঁদেরই একজন ছিলেন। পরে মার্ক যীশুর শিষ্য পিতরের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করেছেন, এবং তাঁর সু-সমাচারে যে সব বিবরণ দিয়েছেন তার কিছু কিছু হয়ত পিতরের কাছ থেকেই তিনি জেনেছিলেন।

ডাক্তার লুক অতি যত্নের সঙ্গে যীশুর বিবরণগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি তাঁর এক সম্মানিত বন্ধুকে যীশুর জীবন ও তাঁর মণ্ডলীর বৃদ্ধি সম্পর্কে নির্ভুল খবরাখবর জানানোর উদ্দেশ্যে দু'টি বই লিখেছিলেন (তাঁর সুসমাচার এবং প্রেরিতদের কাজের বিবরণ)। লুক যীশুর অলৌকিক জন্ম, জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিবরণ জানাবার জন্য যীশুর মা মরিয়ম এবং আরও অনেকের সাথে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। যীশু যাদের সুস্থ

করেছিলেন, তাদের অনেককে তিনি পরীক্ষা করে আসল ঘটনা বর্ণনা করেছেন ।

নূতন নিয়মের অন্যান্য লেখক–পিতর, যাকোব যিহূদা এবং পৌল–এদের সবারই যীশুর সম্বন্ধে লিখবার যোগ্যতা ছিল । যীশুর শিষ্য হিসাবে পিতর তাঁর সাথে তিন বছর কাটিয়েছেন । যাকোব ও যিহূদা ছিলেন যীশুর ভাই । পৌল প্রথমে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের ঘোরতর শত্রু ছিলেন । পরে একটি পথ দিয়ে যাবার সময় যীশুর দর্শন ও সাক্ষাৎ লাভ করে তার জীবন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল । তারপর থেকে পৌল অন্যদের কাছে যীশুর কথা প্রচার করেই তাঁর সারা জীবন কাটিয়েছেন ।

তাঁরা যীশুর সম্বন্ধে যা জানতেন, আমাদের জন্য (ও তাঁদের সময়কার লোকেদের জন্য) তা লিখে রাখবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর তাঁদের অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন । তাঁদের সবাইকার বিবরণের মধ্যেই মতৈক্য বা মিল রয়েছে । কিভাবে আমরা যীশুকে জানতে ও তাঁর দেওয়া সুন্দর জীবন উপভোগ করতে পারি, নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা তা বর্ণনা করেছেন । এ সম্পর্কে যোহন সংক্ষেপে বলেছেন ঃ

১ যোহন ১ ঃ ৩ ; যাঁকে আমরা দেখেছি এবং যাঁর মুখের কথা আমরা শুনেছি, তাঁর বিষয়েই তোমাদের জানাচ্ছি । আমরা তা জানাচ্ছি যেন তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ সম্বন্ধ গড়ে ওঠে । এই যোগাযোগ হল, পিতা ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্ট এবং আমাদের মধ্যে ।

অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ

যীশু এখন জীবিত, আর আমরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে পারি । এটা সুসমাচারেই একটা সু-খবর । যীশু বহুকাল আগে যা যা করেছেন, আজও তিনি মানুষের জন্য তাই করেন ।

অন্যলোকদের অভিজ্ঞতা ঃ

এমন কাউকে কি আপনি চেনেন, যে যীশুকে ব্যক্তিগতভাবে জানে ? যীশুর সম্বন্ধে জানা মানে, কোন একটা খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর সভ্য সভ্যা হওয়া অথবা খ্রীষ্টিয়ান নামে পরিচিত হওয়ার চেয়েও বড় বিষয় ! যীশুকে ব্যক্তিগত ভাবে জানলে তা মানুষের জীবনকে বদলে দেয় । আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ যীশুকে ব্যক্তিগতভাবে জানে ; তাঁরা খুশি হয়ে আপনাকে যীশুর কথা বলবেন । তাঁদের কেউ কেউ বলেন ঃ

"আগে আমি সবাইকে ঘৃণা করতাম, কিন্তু যীশু আমার জীবনে এসে আমাকে একেবারে বদলে দিলেন । এখন আমি মানুষকে ভালবাসি ও তাদের সাহায্য করতে চাই ।"

"আগে আমার মধ্যে একটা তীব্র অপরাধবোধ ছিল । কিন্তু আমি যখন যীশুর কাছে পাপের ক্ষমা চাইলাম, তখন তিনি সেই বোঝা সরিয়ে নিলেন ! এর বদলে তিনি আমার মধ্যে আনন্দ, শান্তি, এবং এক পরিষ্কার বিবেক দিলেন ।"

"আগে যে ভয় সর্বদা আমাকে সন্ত্রস্ত করে রাখত, যীশু তা থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছেন । জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে তিনি আমায় শক্তি ও সাহস দেন ।"

"যীশু আমাকে জীবন যাপনের একটি যুক্তিসংগত কারণ, এবং জীবনের একটি উদ্দেশ্য দিয়েছেন ।"

"যীশুই আমার সব সমস্যার উত্তর । প্রর্থনার মধ্য দিয়ে আমি সবকিছুই তাঁকে বলি । কি করতে হবে তা তিনি আমায় বলে দেন এবং আমার প্রয়োজনগুলি মেটান ।"

"আমি আর এখন নিঃসঙ্গ নই, যীশু সব সময়ই আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন ।"

"আমি হিরোইনের নেশায় আসক্ত ছিলাম, কিন্তু আমি যখন যীশুকে গ্রহণ করলাম, তখন তিনি আমাকে এর নেশা থেকে মুক্তি দিলেন ।"

"প্রার্থনার উত্তরে যীশু অনেকবার আমায় সুস্থ করেছেন ।"

যারা সত্য সত্যই যীশুকে জানে তাদের এই সাক্ষ্যগুলি এবং এমনি ধরণের আরও হাজার সাক্ষ্য আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরের এই কথা সত্য ঃ

ইব্রীয় ১৩ ঃ ৮ ; যীশু খ্রীষ্ট কালকে যেমন ছিলেন, আজকেও তেমনি আছেন এবং চিরকাল তেমনি থাকবেন ।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঃ

যীশু খ্রীষ্ট কে, তা কিভাবে সবচেয়ে ভালভাবে জানা যায় ? বাইবেল থেকে আপনি তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারেন । এতে আপনি তাঁর জীবন ও শিক্ষার বিবরণ পাবেন । তিনি কেন এই জগতে এসেছিলেন, তিনি আপনার জন্য কি করছেন, বাইবেলে আপনি তা জানতে পারেন । যীশু এখন কি করছেন, ভবিষ্যতে কি করবেন, বাইবেল আপনাকে তা বলে দেয় । অন্যলোকদের অভিজ্ঞতা থেকে আপনি যীশুর সম্বন্ধে জানতে পারেন । যীশু যখন এই পৃথিবীতে জীবন যাপন করেছেন, সেই সময় থেকে শুরু করে আজ এই মূহুর্ত পর্যন্ত মানুষ আবিষ্কার করেছে যে, যারা সত্য সত্যই যীশুকে জানতে চায়, তিনি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন । সবচেয়ে বড় কথা হল, আপনি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে পারেন, এবং আপনার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারেন যে, বাইবেল যা বলে তা সত্য ।

আপনি হয়তো সারা জীবন ধরে যীশুর বিষয় জেনেছেন, অথবা আপনি তাঁর সম্বন্ধে বেশী কিছু শোনেন না । আপনি হয়তো তাঁকে জানেন ও ভালবাসেন, অথবা যীশুর ঘোরতর শত্রু সেই পৌল, যার জীবন যীশুকে ব্যক্তিগতভাবে জানবার পর বদলে গিয়েছিল, তার মত আপনিও হয়তো সুসমাচারের বিরোধী । যীশুর সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান ও তাঁর প্রতি আপনার মনোভাব যাই হোক না কেন, এই কোর্সের পাঠগুলি লেখা হয়েছে যেন, আপনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আরও ভাল করে জানতে পারেন । আমাদের আশা ও প্রার্থনা এই যে, আপনি যীশুকে ভাল করে জেনে তাঁর সাথে বন্ধুত্বের আশ্চর্য উপকারগুলি ভোগ করবেন ।